মাল্য-প্রদান

অথবা

ইন্দ্রের প্রতি দুর্ব্বাসার কোপ।

নাট্যরাসক।

শ্রীনটেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

"অযুক্তং যদিহ প্রোক্তং প্রমাদেন ভ্রমেণ বা।
বাচা ময়ি দয়াবন্তঃ সন্তঃ সংশোধয়ন্তু তৎ॥"

কলিকাতা।

বীডন্ যন্ত্র—৬৬ নং বীডন্ ষ্ট্রীট।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

1876

উপহার।

দেশহিতৈষী নবরস রসিক

শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ—

মহাশয় দীর্ঘজীবেষু।

মহাশয়!

ভাগীরথী পূর্ণ তোয় হইলেও লোকে যেমন (অর্চ্চনার্থে) তাঁহাকে গণ্ডুষমাত্র জলও প্রদান করিয়া থাকে তেমনি, আপনি নানারসে সুরসিক ও পণ্ডিত হইলেও আমি আপনাকে আমার এই সামান্য স্বল্প রসোদ্দীপক (মাল্য প্রদান) নাট্য রাসক খানি প্রদান করিতে সাহসী হইলাম। সম্প্রতি আমাকে সামান্য ও অপরিচিত জ্ঞানে ঘৃণা বা তাচ্ছল্য না করিয়া স্বকীয় উদারতা গুণে ইহা গ্রহণ করেন, এই আমার এক মাত্র ইচ্ছা— কিমধিক মিতি।

অভিনেতৃগণ।

—oo—

পুরুষগণ।	স্ত্রীগণ।
ইন্দ্র···দেবরাজ।	শচী···ইন্দ্রাণী।
দুর্ব্বাসা···মুনি।	সহচরীগণ।
বরুণ...জলপতি।	বিদ্যাধরীগণ।
পবন ও দেবগণ ইত্যাদি।	অপ্সরাগণ।

প্রস্তাবনা।

ইমন্ ভূপালি—একতালা।

নন্দন কানন।
দেব দম্পতী বিহার কারণ॥
সাধুভক্ত জন, প্রফুল্ল কারণ,
প্রেমিক জন, চির বাঞ্ছন;
দেবলীলা গাব আজি, পাপ তাপ নিবারণ।
শান্তিকর মরি তায়! পরিমল বহিছে,
সুখের তরঙ্গ মৃদু হিল্লোলেতে নাচিছে,
সুর-মুনি বাঞ্ছিত যে স্থান॥

মাল্যপ্রদান নাট্যরাসক।

প্রথম অঙ্ক।

নন্দন-কানন।

মালা হস্তে চারি জন বিদ্যাধরীর প্রবেশ।

(সকলে নৃত্য ও গীত।)

খাম্বাজ—খ্যাম্‌টা।

কিবা শোভা মরি ওলো!
ফুটেছে মালতি বকুল;
গুঞ্জরিছে তাহে অলিকুল।
ভ্রমর দল, অতি চঞ্চল,
পিতে মধু হ'তে পদ্মফুল। (ওলো)
কোকিলা কোকিলে, গায় কুতূহলে,
শুনে হ'ল প্রাণ লো, আকুল॥

প্র, বি। দেখ্ ভাই! আজ্‌কের মালাগুলি বেশ গাঁথা হ'য়েছে। আর দেখেচ, ভ্রমরগণ গন্ধে আকুলিত হ'য়ে মালার দিকেই উড়ে উড়ে আস্‌ছে।

দ্বি, বি। হ্যাঁ ভাই, আজ্‌কের এই টাট্‌কা ফুলের মালাগুলি বেশ গাঁথা হ'য়েছে।

(সকলে নৃত্য ও গীত)

ঝিঁঝিট—খেম্‌টা।

আকুলিত চিত নেহারি কুসুম মালা।
সৌরভে ব্যাকুল, কুটীল অলিকুল,
মজিবে অনঙ্গে বিরহী বালা—হ'ল কি জ্বালা।
মালতি বকুল, তুলিয়ে নানা ফুল,
গেঁথেছি মনোমত, মনোহারি মালা—
বিরহিনী জ্বালা॥

প্র, বি। দেখ্ ভাই! মালতি ফুলগুলি কেমন ফুটেছে।

দ্বি, বি। এর একছড়া মালা গাঁথ্‌লে হয়না?

চ, বি। তোর মালা গেঁথে আর আশ মেটে না? তা গাঁথ্‌বি ত এই মালতি ফুলের এক ছড়া গাঁথ, এতে বেশ মালা হয়।

(সকলে নৃত্য ও গীত)

জঙ্গলা—আড়খেমটা।

আয়লো ধনি মনমোহিনি! কুসুম তুলি কানন হ'তে।
তুলিয়ে ফুল গাঁথবো মালা, দেবীর মন তুষিতে ॥
ফুটিয়াছে কুমুদিনী, লোক মন-বিমোহিনী,
প্রেমিক-চিত্ত-তোষিণী, সরোবর সলিলেতে ॥

তৃ, বি। তবে এস ভাই! ফুল তুলি।

(সকলের পুষ্প চয়ন)

প্র, বি। সখি! দেখ, ঐ কে আস্‌চে না?

দ্বি, বি। (অবলোকন করত) বোধ হয় মহর্ষি দুর্ব্বাসা—
হ্যাঁ তিনিইতো।

তৃ, বি। আমি মনে করে ছিলেম যে, বাঘই আস্‌চে কি ভাল্লুকই আস্‌চে,—যে দাড়ি, আবার মাতায় জটাও তেম্‌নি—

(গীত গাইতে গাইতে মহর্ষি দুর্ব্বাসার প্রবেশ।)

খাম্বাজ—একতালা।

ভাবরে সেই করুণানিধানে, অনাদি-অখিল-কারণে
নিখিল-পতি ব্যোমকেশ ভব-ভয়-নিবারণে ॥

(সকলের দুর্ব্বাসাকে প্রণাম করন।)

দুঃ। (হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক) সুখী ভব।

প্র, বি। মহর্ষে! এখানে শুভাগমনের কারণ?

দুঃ। তোমাদের নিকট আমার একটি প্রার্থনা আছে।

দ্বি, বি। আমাদের এমন কি পুণ্যবল যে, আমরা আপনার প্রার্থনা পূর্ণ কর্ত্তে পারি ?

দুঃ। এমন কিছু নয়, দেখ (মালা দর্শাইয়া) তোমাদের এই মালার গন্ধে সমস্ত কানন আমোদিত হয়েছে; অতএব এই মালা ছড়াটী আমাকে দাও, তাহলেই আমার মনোরথ সফল হয়।

প্র, বি। কোন্ গাছটি নেবেন বলুন দেখি ?

দুঃ। ঐ তোমার হাতে যে গাছটি আছে।

প্র, বি। (প্রণাম করতঃ মাল্য প্রদান) এই নিন্।

দুঃ। স্বস্তি (মালা লইয়া মস্তকে বন্ধন করণ ও স্বগতঃ) এ মালা ছড়াটি কল্প বৃক্ষের কুসুমে গ্রথিত। বাঃ কি চমৎকার মালা! এখন যাই, আজ এই মালা মস্তকে বন্ধন ক'রে সমস্ত মেদিনী পরিভ্রমণ ক'রব, তাহলে এর গন্ধে সমস্ত পৃথিবী সুবাশিত হবে।

(দুর্ব্বাসা মুনির প্রস্থান।)

(বিদ্যাধরীগণ নৃত্য ও গীত)

জঙ্গলা খাম্বাজ—খেমটা।

বিনোদিনি! চল চল,
আর কেন হেতা বল্?
আশাতীত সুখানন্দে মানস প্রফুল্ল হ'লো।

মরি কিবা শুভ ক্ষণ, মালা লয়ে তপোধন।
আশীষি আমাদের জীবন করিলেন সফল॥

(গাইতে গাইতে বিদ্যাধরীগণের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

স্বর্গ পথ।

(দেবগণ পরিবেষ্টিত, ঐরাবতে ইন্দ্র আসীন।)

(নেপথ্যে গীত।)

বসন্তবাহার—আড়াঠেকা।

আমরি কি মনোহর শোভিল স্বর্গের পথ।
শত শশী সমপ্রভা সুরপতি সমাগত॥
মরি কি সুন্দর জ্যোতি, প্রভা সুবিমল অতি;
প্রকাশি ভুবনত্রয় গজে বিরাজিত।
চারি দিকে মণি জ্বলে, হেরিয়ে মানস ভুলে।
ভানু শশী লাজছলে মেঘে লুক্কায়িত॥

ইন্দ্র। কি চমৎকার গীত! বোধ করি কোন দেবকন্যা এই গান কচ্যেন। (দূরে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করত) মহর্ষি দুর্ব্বাসা আস্‌চেন না?

পা। হ্যাঁ; তিনিই আস্‌চেন, ওঃ! কি তেজপুঞ্জ মূর্ত্তি দেখেচেন?

(মহর্ষি দুর্ব্বাসার প্রবেশ ও নিজ মস্তক হইতে মালা লইয়া ইন্দ্রকে প্রদান।)

ইন্দ্র। (মালা লইয়া করী মস্তকে রাখিয়া) মহর্ষে! সব কুশলতো ?

দুঃ। সমস্তই কুশল।

(হস্তীর মস্তক সঞ্চালন ও মালা ভূতলে পতন)

দুঃ। (মালার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কুপিত ভাবে)
দেখ দেবরাজ! তুমি ঐশ্বর্য্যমদে সাতিশয় মত্ত হয়েছ। তুমি আমার নিকট মালা পেয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে আমাকে প্রণামও ক'রলে না। আর এ কথাও বল্লেনা যে, 'আপনার প্রসাদ প্রাপ্ত হ'লেম'। তুমি মদ্দত্ত মালা একেবারে গ্রাহ্যই কল্লে না। মূঢ়! তুমি আমার প্রতি অনাস্থা ক'রলে,—আমার অবমাননা ক'রলে, তোমাকে এর সমুচিত প্রতিফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। তুমি যেমন অহঙ্কারে উন্মত্ত হয়ে আমার প্রদত্ত এই মালা দূরে নিক্ষেপ ক'রলে, তেমনি তোমার অধিকৃত সমস্ত ভুবন শ্রীভ্রষ্ট হবে।

ইন্দ্র। (হস্তী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সবিনয়ে) মহর্ষে! শান্ত হউন্। এ দাসের প্রতি বৃথা ক্রুদ্ধ হবেন্ না—ক্ষান্ত হউন্।

দুঃ। দেবরাজ! যাঁহার ক্রোধোদয় হ'লে স্থাবর জঙ্গম সকলই কম্পিত হয়, (ভ্রুকুটী) ঈদৃশ আমাকে তুমি অবজ্ঞা কর্‌লে?

ইন্দ্র। (অতিশয় বিনীতভাবে) মহর্ষে! প্রসন্ন হউন, যদি ভ্রমবশতঃ এ দাস এককার্য্য করে থাকে, তবে ভবাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে তাহা মার্জ্জনার উপযুক্ত। কারণ মহৎব্যক্তির ক্ষমাগুণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (কর যোড়ে) মহর্ষে! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন্—আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

দুঃ। দেবরাজ! আমি অন্যান্য মুনির ন্যায় কৃপাপরবশ নই। ক্ষমা করা আমার রীতি নহে।

ইন্দ্র। (কর যোড়ে)

গীত।

বেহাগ—আড়া।

হে ঋষিবর!
তোমার কোপেতে সৃষ্টি যায় বুঝি অতঃপর।
ক্ষমা কর নিজগুণে, প্রসাদহ এ অধীনে,
শঙ্কিত হতেছে মন, তব কোপে নিরন্তর।
তুমি ঋষে সদাশয়, তবে কেন এ আশয়,

নিধন করিতে দাসে, হইলে হে তৎপর—
নির্ব্বাপহ ক্রোধানল, করহে দেবে উদ্ধার ॥

দুঃ। ক্ষমিব না পুরন্দর! বৃথা অনুরোধ।
উচিত পাইলে ফল, তবে হবে বোধ ॥

গীত।

পিলু-বারোয়া—ঠুংরি।

ইন্দ্র। ধরি দুটি চরণে।
ক্ষমা কর মুনিবর! এ অধীনে ॥
তুমি হে করুণাকর, এ অধীনে কৃপা কর,
বৃথা এ জীবন দেব, তব করুণা বিনে;
ব্যাকুল হৃদয় মম, শান্ত কর কৃপাদানে ॥

দুঃ। (বিরক্ত হইয়া) দেবরাজ! তুমি কেন বারম্বার আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ক'রচ,—আমি তোমায় কোনমতেই ক্ষমা করবো না—

ইন্দ্র। তাপসবর! আপনার ক্রোধানল নির্ব্বাণ করুন্। কেন বৃথা ক্রুদ্ধ হ'চ্ছেন? আমি এত কাতর ভাবে আপনাকে প্রার্থনা কচ্চি, তথাপি কি আপনার আর আমার প্রতি দয়া হবে না? ঋষে! আমি পুনঃ পুনঃ আমার অপরাধ স্বীকার ক'রে অনুতাপিত হৃদয়ে আপনার নিকট এবার ক্ষমা প্রার্থনা কচ্চি।

গীত।

মূলতান-আড়াঠেকা।

কেন আর ঘটাইছ এ প্রমাদ ঋষিবর।
করুণা করহ দাসে, ত্যজহ ক্রোধ অন্তর।
কেন আর বিড়ম্বনা, যাচে দীন কৃপা কণা,
দয়াকরি এইবার ক্ষম হে সত্বর॥

দুঃ। দেবরাজ! আমার এক কথা, আমি তোমায় কোনমতেই ক্ষমা ক'র্‌ব না, তুমি আমায় কেন বৃথা অনুনয় কর্‌চো? তুমি উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হ'য়ে থাক, বশিষ্ট প্রভৃতি দয়ালু মুনিগণ তোমার স্তুতি পাঠ কর্ত্তে থাকেন, তাতেই তুমি এতদূর গর্ব্বিত হয়েচ, যে আজ আমাকেও অবজ্ঞা ক'র্‌লে; এখন তার সমুচিত ফল ভোগ কর—আমি তোমায় কোনমতেই ক্ষমা ক'র্‌বো না। দেবরাজ! আমি এখনও ব'ল্‌ছি যে, যেমন তুমি আমার মালার প্রতি অনাস্থা ক'রে, আজ আমাকে অমান্য ক'র্‌লে,-তেমনি তুমি নিশ্চিত জেনো যে তোমার অধিকৃত ভুবন শ্রীভ্রষ্ট হবেই হবে—

(বেগে দুর্ব্বাসার প্রস্থান।)

ইন্দ্র। হায়! কেন আমি এইমালা মস্তকে ধারণ কর্‌লেম

না, আর কেনই বা ভূমিষ্ঠ হয়ে কোপন-স্বভাব ঋষিকে প্রণাম ক'র্‌লেম্ না? হায়! আজ্ এক সামান্য মালার জন্য কি কাণ্ডই না উপস্থিত হ'ল। (দেবগণের প্রতি প্রকাশে) এখন এর্ কি উপায় করি বলদেখি? কিরূপে দুর্ব্বাসার অভিসম্পাত হ'তে মুক্ত হই? ওঃ! মন ক্রমশই চঞ্চল হ'চ্চে (চিন্তা)

প। দেবরাজ! আমি ত এর কিছু উপায় দেখ্‌তে পাচ্চিনে, দুর্ব্বাসা বড় সামান্য ও সহজ লোক নন্।—

ইন্দ্র। (সবিষাদে) গীত।

পাহাড়ী-আড়া।

কি হবে কি হবে বল, আমারএখন হে।
সদা বিচলিত চিত, রহেনা জীবন হে॥
হায়! আমি কি করিলাম, কেন মালা না লইলাম,
সামান্য মালার তরে, সৃষ্টি বুঝি যায় হে।
কি করি উপায় বল, আমার হৃদি চঞ্চল,
পড়িয়ে দুর্ব্বাসাকোপে, হইব শ্রীহীন হে॥

বরুণ। দেবরাজ! স্থির হউন্। এত কাতর হবেন্ না। বিপদ কালে ধৈর্য্যাবলম্বন করাই উচিত। তা হ'লে বোধ হয় যে, আপনি দুর্ব্বাসার সাঁপ হতে

শীঘ্র মুক্ত হবেন্। চলুন্ আম্‌রা ব্রহ্মার নিকটে গিয়ে এই সমস্ত বিষয় আদ্যোপান্ত নিবেদন ক'রে, তাঁরই শরণাপন্ন হই।

ইন্দ্র। ভাল বলেছেন, তাই চলুন্—কিন্তু দুর্ব্বাসার শাঁপ হ'তে যে মুক্ত হব, তাত আমার বোধ হয় না (ক্ষণেক মৌনাবলম্বন) চলুন্ এখন যাওয়া যাক্, তারপর যা হয় হবে।

প। চলুন্।

(বিষণ্নভাবে সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

——oo——

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

লতাকুঞ্জ।

(শচী দেবী সহচরীগণের সহিত উপবিষ্টা।)

(চারিজন অপ্সরার প্রবেশ।)

নৃত্য ও গীত।

পিলু—জঙ্গলা—খেম্‌টা।

এল বসন্ত সখি ফুটিল বকুল।
কোকিল রবে বিরহী আকুল।
বহে মৃদু সমীরণ, পুলকিত প্রাণ মন,
যুবক যুবতীগণ, প্রেম আশে ব্যাকুল।

প্র, অ। দেবি! আজ্ আপনাকে এত বিষণ্ণ দেখ্‌চি কেন?

শ। তুমি কেন দেখ্‌চ, তা আমি কেমন ক'রে ব'ল্‌বো বল? ব'সনা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

জ, অ। তা ব'স্‌চি? কিন্তু বলুন আজ আপনাকে এত বিমর্ষ দেখ্‌চি কেন?

শ। তুমি দেখ্‌চ, তা আমি কেমন্ ক'রে বল্‌ব ভাই?

অ। আর কেন ছলনা ক'র্‌চেন, কি হয়েছে তাই বলুন্ না।

গীত।

সিন্ধু ভৈরবী—কাওয়ালী।

বিষণ্ণ বদন কেন হেরি শশীমুখি।
অমল মুখ কমল, কি দুঃখে মলিন সখি॥
বল বল সুলোচনা, কি কারণে ম্রিয়মানা,
কেন বা যুগল আঁখি, অশ্রুভারে নম্র দেখি॥
সুধাংশু সম বদন, হেরি গো এবে মলিন,
শশাঙ্কে রাহু যেমন, গ্রাষিলে সদত দুঃখী॥

বলুন্ না দেবি! কি হয়েছে, কেন আজ আপনার চোক্ দুটী এত ছল্ ছল্ ক'রচে, মুখ খানি ম্লান, হয়েছে?

শ। কি জানি ভাই, আজ্ আমার মন্‌টায় সুখ নাই।

অ। তবে তা এতক্ষণ ব'ল্‌ছিলেন না কেন?

শ। মনে ক'রলেম যে ওর আর কি ব'ল্‌ব, কোন বিষয়ে চঞ্চল হয়ে থাক্‌বে, এখনি সুস্থির হবে এখন, কিন্তু ভাই তা হচ্চেনা, মন্‌টা যেন ক্রমশই ব্যাকুল হ'চ্চে, (জনৈক অপ্সরার প্রতি) সখি! একটি গাওনা শুনি, তাতে যদি মন্‌টা একটু সুস্থির হয়।

অ। গাচ্চি শুনুন।

গীত।

ঝিঁঝিট—আদ্ধা।

ঐ যে ডাকিল পিক, কানন মাতায়ে।
কানন মাতায়ে সখি! প্রেমিকে মাতায়ে॥
কুটিল ভ্রমরগণ, হ'য়ে উল্লাসিত মন,
বধিছে বিরহীজন, গুণ গুণ গুঞ্জরিয়ে॥

অ। দেবি! মন্‌টা কি একটু সুস্থ হ'ল?

শ। সখি! আজ্ তোমরা চা[illegible]জনে এলে কেন? লবঙ্গিকা কোথায়, সে এ[illegible] কেন?

জ,অ। তা তো বল্‌তে পারি[illegible] বোধ হয় আস্‌বে এখন।

শ। দেখ্ ভাই, মন্‌টা কো[illegible]ই সুস্থির হচ্চে না,

কেবল মনে হ'চ্চে যেন নাথের কোন বিপদ ঘটেচে, তা না হ'লে আমার মন এত ব্যাকুল হবে কেন ?

জ, অ। (চমকিতভাবে) সেকি দেবি! ওকথা মনে ক'রবেন না, (জনৈক অপ্সরার প্রতি) সখি! আর একটা গাওনা ভাই, দেবীর মন্‌টা আজ বড় চঞ্চল হয়েছে, যদি একটু সুস্থির হয়—

অ। হ্যাঁ—পাঁচটা গান শুন্‌লেও মন্‌টা একটু স্থির হ'তে পারে, (শচীর প্রতি) দেবি! মিছে ভাব্‌বেন না, একটা গাচ্চি শুনুন—

শ। গাও সখি—(দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ)

অ। গীত।

খাম্বাজ—একতালা।

ভেব না ভেব না ওকথা ভেবনা,
মিনতি তোমারে সখি।
অন্তরে বেদনা পাই, তব মুখ
মলিন দেখি ॥
কেন ভাব অকারণ, কেন অশুভ গণন,
কেন হেরি চারুনয়না, নীর পুরিত আঁখি ॥

(বিমর্ষভাবে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রবেশ।)

শ। (উঠিয়া) নাথ! আজ্‌ আপনাকে এত বিমর্ষ

দেখ্‌চি কেন? অন্যদিন কত আনন্দের সহিত এখানে আস্‌তেন, আজ্‌ এমন বিমর্ষ কেন? নাথ! কি হয়েছে বলুন, আপনার মুখ মলিন দেখ্‌লে আমার হৃদয় বড় ব্যাকুল হয়।

ইন্দ্র। কি আর শুন্‌বে, এ দুঃখের কথা তোমার না শোনাই ভাল।

শ। কেন নাথ! কি হয়েচে শীঘ্র বলুন্‌?

ইন্দ্র। প্রিয়ে! আমি অত্যন্ত মহাপাতকী, (আত্মগত) মহাপাতকী না হলে, আজ দুর্ব্বাসার শাপে প'ড়্‌ব কেন? হায়! আজ্‌ আমি কি কর্‌লেম? কেন মালা মস্তকে ধারণ কর্‌লেম না? (দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শচীর প্রতি প্রকাশে) দেবি! হতভাগ্য দেবরাজ আজ দুর্ব্বাসার কোপানলে নিপতিত।

শ। নাথ! মহর্ষি দুর্ব্বাসা আপনাকে কি শাপ দিয়েছেন?

ইন্দ্র। সে বড় সামান্য অভিসম্পাৎ নয়—

শ। কি ব'লেছেন্‌ নাথ?

ইন্দ্র। ওঃ—সে কথা আর কি ব'ল্‌বো? ব'ল্‌তে গেলে প্রাণ কেঁপে ওঠে, বল্লেন্‌ যে "তোমার অধিকৃত ভূবন সকল শ্রীভ্রষ্ট হবে।"

শ। (ব্যস্ত ভাবে) নাথ! আপনি যদি অনুমতি

করেন, তা হ'লে আমি তাঁর পায়ে ধ'রে তাঁকে শান্ত করি—

ইন্দ্র। প্রিয়ে! সে জন্য আমি তাঁর বিস্তর সাধ্যসাধনা ক'রেছি, কিন্তু কোনমতেই তাঁকে শান্ত ক'র্‌তে পারি নাই, আমি কি আর মিনতি ক'র্‌তে বাকী রেখেছি?

শ। তবে এর উপায় কি?

ইন্দ্র। এক উপায় আছে।

শ। কি উপায় নাথ! আমাকে শীঘ্র বলুন? এখনি এর প্রতীকারের চেষ্টা ক'র্‌তে হবে।

ইন্দ্র। দেখ, আর বিলম্বে কায নাই, চল আমরা এখনি গিয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হই, আর তাঁকে এই সমস্ত নিবেদন করি। তা হ'লে বোধ হয় শাপ হ'তে পরিত্রাণ পেতে পারবো———

শ। হাঁ নাথ! সেই ভাল কথা।

ইন্দ্র। প্রিয়ে! আর বিলম্বে কায নাই এস——

(ব্যস্তভাবে উভয়ের প্রস্থান।)

অং। চল সখি আমরাও যাই, এখানে আর থেকে কি ক'র্‌বো?

স। চল।

(বিমর্ষ ভাবে সকলের প্রস্থান)

(নেপথ্যে) গীত।

ভৈঁরো—একতালা।

ডাকরে সবে হরশঙ্করে, ত্রিতাপহারী ঈশ্বরে।
পিণাক ধারক, অশিব নাশক, জাহ্নবী জটাভারে॥
অনন্ত অপার মহিমা যাঁর,
বর্ণিতে পারে হেন সাধ্য কার,
লওরে মন স্মরণ তাঁহার, ভাসিবে সুখ নীরে॥

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রভবন।

সিংহাসনে দেবরাজ ইন্দ্র ও তৎপার্শ্বে শচীদেবী উপবিষ্টা। সহচরীগণ স্ব স্ব স্থানে আসীনা।

শ। নাথ! আজ কি সুখের দিন—আজ দুর্ব্বাসার শাপ হতে পরিত্রাণ পেলেম্। এতদিনের পর অমরাবতী যেন মলিন বসন ত্যাগ ক'রে, শুভ্র বস্ত্র পরিধান ক'র্লে।

ইন্দ্র। তার আর সন্দেহ কি? প্রিয়ে! এতদিন এই অমরাবতীতে তপস্বীরা তপস্যা করতেন না,—লোকে দানাদি ক'র্তো না,—প্রায় সমস্ত ধর্ম্ম-

কর্ম্মই একেবারে রহিত হ'য়েছিল—শ্রীভ্রষ্টের সমস্ত লক্ষণই তখন প্রকাশ পেয়েছিল।

জ,স। দেব! তখন অমরাবতীর সে শোভাও ছিলনা, পদ্ম-বন একেবারে শুষ্ক হ'য়েছিল—কোকিলেরা আর তেমন ঝঙ্কার ক'র্ত্তনা,—মলয়পবন বইতনা,—ময়ূরগণ যেন নৃত্য ভুলে গিয়েছিল,—পারিজাত কুসুম ফুট্‌ত না,—অমরাবতীর কোন শোভাই ছিল না। যা'হোক দেব! এতদিনের পর আজ অমরাবতী পুনর্ব্বার পূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হ'য়েছে।

ইন্দ্র। হ্যাঁ দেবি! এতদিনের পর আজ অমরাবতী পুন-র্ব্বার পূর্ব্ব সাজে সজ্জিত হ'লো—

স। হ্যাঁ—আজ আমাদেরও অনেক দিনের পর, আপনাদের দুজনকে একত্রে দেখে নয়ন জুড়াল।

(চারি জন অপ্সরার প্রবেশ।)

আকাশে পুষ্পবৃষ্টি

ও

ইন্দ্র ভবন আলোকিত।

(সকলে নৃত্য ও গীত।)

পরজ কালাংড়া—খেমটা।

ত্রিদিবমাঝে, মনোহর সাজে,

ইন্দ্র পুর, পুনঃ শোভিল।

মলয় সমীর, বহি কিবা ধীর, জনগণে পুনঃ তোষিল।

নিকুঞ্জে হাসিল পারিজাত ফুল,

কাননে ফুটিল নবীন মুকুল,

বিস্তারি আমোদে পুচ্ছ সকল,

শিখীকুল পুনঃ নাচিল॥

যবনিকা পতন।